মূল শব্দাবলী
আবর্জনা
সম্পদ

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

22 November 2024 / 20 Jamadil Awal 1446H

অপচয়ের অভ্যাস রোধ করা

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَأَمَرَنَا بِالتَّقْوَى وَالخُلُقِ الكَرِيمِ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা প্রদত্ত সকল আদেশ মেনে চলে এবং তাঁর দেয়া নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে তাঁর প্রতি আমাদের ভক্তি বাড়িয়ে তোলার জন্য সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাই। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার দৃষ্টিতে আমাদের মধ্যে সেই ব্যাক্তি উত্তম যিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাকওয়া ধারণ করে থাকেন।

মাসিরাল মুসলিমিন ওয়া যুমরাতুল মুক্মিনিন রাহিমাকুমুল্লাহ,

আমরা এই সপ্তাহের খুতবায় আমাদের পরিবেশ দূষণ ও অপচয় এবং মুমিন হিসাবে আমরা বিশ্বাসীরা এই নেতিবাচক অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ করতে কি ধরণের সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

ইমাম মুসলিম একটি হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিজে অতিশয় সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। সৌন্দর্য বলতে এখানে পরিবেশ সহ তাঁর সকল সৃষ্টির সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে যে পরিবেশকে সকল প্রকার দূষণ ও অপচয় থেকে রক্ষা করতে হবে গত সপ্তাহের খুতবায় আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

ইমাম আহমেদ এবং ইমাম বিন মাজা কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা আছে যে, একজন সাহাবী ওযু করার সময় যখন অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করছিলেন তখন নবী করিম (সঃ) তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, " ভাইয়েরা আমার, তোমরা খেয়াল করো, নামাজ পড়ার আগে তোমাদেরকে নামাজে প্রস্তুত হওয়ার জন্য ওযু করতে বলা হয়েছে, এটা কাপড় ধোয়া বা পানি নিয়ে খেলা করার জন্য না। "। এই হাদীস আমাদের পরিষ্কার করে বলে দেয় যে মুসলিম হিসাবে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের জীবনযাপন ধারা কেমন হওয়া উচিত এবং একজন মুমিনের জীবনে অপচয় বলে কোন শব্দ থাকতে পারে না।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আমরা জীবনে সহজে অপচয় করে থাকি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা হয়তো অনেক সময় ইচ্ছা না করলেও প্রয়োজনের চেয়ে কিছু অতিরিক্ত খাবার কিনে থাকি যার অনেকগুলি শেষ পর্যন্ত খাওয়া হয় না এবং অবশেষে আমরা সেগুলি আবর্জনা হিসাবে ফেলে দিই। এটা প্রায়শই আমাদের জীবনে ঘটে থাকে বিশেষ করে রমযান মাস বা শাওয়াল মাসের সময় এখন থেকে আর তিনমাস পরেই সেই সময়টি আসবে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, মধ্যপ্রাচ্য আর যুক্তরাজ্যে এই মাসগুলিতে ২৫% থেকে ৫০% খাদ্য অপচয় করা হয়ে থাকে।

এসব অপচয়ের কথা আমাদের কাছে হয়তো নতুন কিছু না, কিন্তু এটা বিস্তারিত জানার পর আমাদের হয়তো নিজেদের আচরণ সম্পর্কে একটা সচেতনতা আসবে এবং এমন বদঅভ্যাস যা কি না ইসলামের

অপচয় রোধের যে শিক্ষা , তার বিরোধী ধারণা এবং আমরা যেন তা আর না করি সে ব্যাপারে আমরা আরো উৎসাহিত হতে পারি। ?>?????

জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের কি ধারণা? আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি আমাদের পরিধানের কাপড়, লেখার কাগজ এবং মোবাইল ফোন যা আমরা হরহামেশা ব্যবহার করে থাকি তা তৈরী করতে আমাদের কতটা প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের প্রয়োজন পড়ে? এই সামগ্রীগুলি কি আমরা আমাদের প্রয়োজন মোতাবেক ব্যবহার করি নাকি চলতি সময়ের যা চল, তার সঙ্গে তাল রেখে ব্যবহার করে থাকি? এসব ব্যাপারে যদি আমরা সচেতন না হই তবে আমরা শয়তানের এবং আমাদের নফসের প্ররোচনার শিকার হয়ে যাবো।

অপচয় করা একটি বদ অভ্যাস যা ইসলাম অনুমোদন করে না। সুরা আল ইসরার ২৭ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ٢٧

অর্থঃ নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

এইখানে আমি আমার নিজেকে এবং উপস্থিত সকলকে এই আয়াতটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার কথা বলতে চাই। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কেন এই আয়াতটিতে অপচয়কারীদের সম্পর্কে এমন ভয়াবহ বর্ণনা দিলেন? এর অর্থ হলো আমাদের অসতর্ক আচরণ সম্পর্কে সজাগ হয়ে যাওয়া। এটা নবী করিম (সঃ) এর অনুসারীদের প্রতি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার করুণা ও ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ *যেখানে তিনি যা অপছন্দ করেন তা পরিহার করে চলতে বলা হয়েছে।*

সম্মানিত ভাইয়েরা,

এই অপচয় রোধে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে আজ আপনাদের অনুমতিক্রমে দুইটি কার্যকরী পদক্ষেপের প্রস্তাব দিতে চাই

যা আমরা বিশ্বাসী এবং বিশ্বসমাজের সদস্য হিসাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পালন করতে পারি।

প্রথমত: প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের নবীজির সুন্নাহ অনুসরণ করুন। এটা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক তখন যখন আমাদের প্রাত্যহিক চাহিদা পূরণ করেও প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করা সম্ভব। কল্পনা করে দেখেন, মুহাম্মদ (স:) কতটা খুশী হবেন যদি তিনি দেখেন যে তাঁর উম্মত অপচয় কমানোর জন্য তাঁর সুন্নাহ পালনকে সমুন্নত রাখছে। এটা আরও বেশী অর্থবহ হবে তখন যখন সমগ্র পৃথিবী দেখবে যে নবীজী মুহাম্মদ (স:) এর উম্মত অপচয় নির্মূল করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। যদিও আমরা নবীজীকে কখনও দেখিনি, আমরা তাঁর সুন্নাহকে উদাহরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি যা স্থান ও কালের সমস্ত সীমানাকে অতিক্রম করে যায়।

দ্বিতীয়ত, পরিবেশ সংরক্ষণকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রতি বিশ্বাসের একটা প্রকাশ হিসাবে দেখুন। যদি রাস্তা থেকে বিপজ্জনক কিছু সরিয়ে ফেলাকে ঈমানের চিহ্ন হিসাবে গণ্য করা হয়, তাহলে অপচয় বন্ধ করে ও দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক প্রভাব সহযোগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সৃষ্টি সংরক্ষণ করাকে আমরা কিভাবে দেখব? মনে রাখবেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে যখন তা করা হয় সমষ্টিগতভাবে এবং সামঞ্জস্য রেখে।

পরিশেষে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুরাহ আর-রুম এর ৪১ নম্বর আয়াতে যা বলেছেন, তার ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করে যাবো,

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ
ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

অর্থঃ *স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। [সূরা রুম: 41]*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যেন আমাদেরকে এই পৃথিবীর রক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনের এবং আমাদের অপচয়ের কুফল থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার শক্তি দান করেন। আমরা যে সকল ইতিবাচক মনোভাব লালন করি তা যেন আমাদেরকে এমন বিশ্বাসী মানুষে পরিণত করে যে আল্লাহর তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন!!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اَلْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ